61

আজকের কাগজ

তারিখ ... 28 OCT 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের ছাত্রহত্যা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে আবারো একজন ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত ছাত্র জিএম জাকির হোসেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। সে স্যার সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। তবে দীর্ঘদিন ধরে জগন্নাথ হলে অবস্থান করে আসছিলো। নিহত জাকিরের বাড়ি বরিশালের গৌরনদী থানার চাঁদসীতে। জাকির ছাত্রলীগ-(শা-পা) স্যার সলিমুল্লাহ হল শাখার সাবেক যুগ্ম আহবায়ক।

জানা গেছে, জাকির গত রাতে জগন্নাথ হলের গোবিন্দচন্দ্র দেব ভবনের (উত্তর বাড়ি) ৭১ নম্বর কক্ষে অবস্থান করছিলো। এসময় তার সঙ্গে ছিলো খলিল ও মুনির নামে দু'টি ছেলে। এ কক্ষে কোনো খাট নেই। তারা মেঝের ওপর ঘুমুচ্ছিলো। ভোর রাত সাড়ে ৫টার দিকে ৪/৫ জনের একটি দল ৭১ নম্বর কক্ষটিতে ধাক্কা দেয় এবং পুলিশ এসেছে বলে জাকিরকে ডাকতে থাকে। ডাক শুনে জাকির বেরিয়ে আসার জন্যে কপাট খুলতেই তার পায়ে গুলি করা হয়। জাকির পড়ে যায়। এরপর জাকিরের বাম উরু, মাথায় কাটা রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে সশস্ত্র তরুণরা চলে যায়। পুরো কক্ষটি রক্তে ভেসে যায়। ১৫/২০ মিনিট পরে জাকিরের নিস্তেজ দেহ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক পংকজ নাথ দোতলা থেকে নিচে নামিয়ে আনেন। কক্ষটির সামনে এবং নামাবার পথে সিঁড়িতে ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভোর ৫-৫৫ মিনিটে জাকিরের লাশ হাসপাতালে পৌঁছে। পরে পুলিশ এসে ৭১ নম্বর কক্ষটি তালাবদ্ধ করে রাখে। রুমের সামনে জাকিরের কয়েকজন বন্ধু ইট দিয়ে রেখেছে। যাতে রক্ত কেউ ধুয়ে না ফেলে। শেষ খবর পর্যন্ত জাকিরের রক্ত ধুয়ে ফেলা হয়নি। এ ব্যাপারে রমনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ গভীর রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

দুপুর দেড়টার দিকে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভা নেত্রী শেখ হাসিনা জাকিরের লাশ দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। তিনি লাশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম প্রমুখ। পরে এস এম হল প্রভোস্ট অধ্যাপক কামরুল আহসানের কাছে জাকিরের লাশ হস্তান্তর করা হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে লাশ জাকিরের বাবা-মার কাছে গ্রামের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা) আগামিকাল শোক মিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ করবে। জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জগন্নাথ হলের পাঁচটি কক্ষ 'সন্ত্রাসীদের দখলে' বলে উল্লেখ করে। জগন্নাথ হলের গোবিন্দচন্দ্র দেব ভবনের ৭১ নম্বর কক্ষটি তার মধ্যে একটি। **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা-২**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের ছাত্রহত্যা

১ম পাতার পর

জাকির হত্যা সম্পর্কে ছাত্রলীগ (শা-পা) নেতাদের বক্তব্য

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না এক বিবৃতিতে ছাত্রলীগ, এসএম হল শাখার সাবেক যুগ্ম আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র জাকির হোসেনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, সমগ্র জাতির দৃষ্টি যখন সরকার ও বিরোধী দলের সংলাপের দিকে নিবদ্ধ এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে দাবিতে দেশের ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধ, সেই সময়ে জাতির দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা ও চলমান আন্দোলনের গতি শ্লথ করার চক্রান্তের অংশ হিসেবে সরকার নিয়োজিত কিলিং এজেন্টরা রাতের অন্ধকারে ছাত্রলীগ নেতা জাকিরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিছু দিন যাবৎ ক্যাম্পাসে সরকারি ছাত্র সংগঠন নানারকম উস্কানিমূলক স্লোগান, বক্তৃতা দিয়ে ও বিভিন্ন এজেন্সীকে কাজে লাগানোর পরও ছাত্রলীগের সকল নেতা-কর্মির সহনশীল আচরণের কারণে কোন গোলযোগ পাকিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে না পেরে সরকারি কর্তাব্যক্তিরা কিলিং এজেন্ট নিয়োজিত করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

ছাত্রলীগ নেতারা অনতিবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ছাত্রনেতা জাকির হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছেন।

ঢাঃ বিঃ সিন্ডিকেটের জরুরি সভা

গতকাল বিকেল ৪-৩০ মিনিটে উপাচার্যের অফিস কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য সিন্ডিকেটকে জানান যে, গতকাল ভোর আনুমানিক ৫-৩০ মিনিটে জগন্নাথ হলের দেব ভবনের ৭১ নং কক্ষে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের ছাত্র জিএম জাকির হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়। দারোয়ানের ভাষ্য মতে, ৪/৫ জন তরুণ ঐ রুমে জোরপূর্বক প্রবেশ করে তাকে গুলি করে এবং তারপর ৩/৪টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অতি দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে। গুলিবিদ্ধ জাকিরকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেয়ার পর সে মারা যায়। সিন্ডিকেটের এ সভায় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের ছাত্র জাকির হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। এ সভায় এই হত্যাকাণ্ডকে 'একটি পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড' বলে উল্লেখ করে এর নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সিন্ডিকেট এই অনভিপ্রেত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মনিরুল হককে আহবায়ক, সরকারি জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কিউ এটি এম হাবিবুর রহমান ও জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট জগদীশ চন্দ্র শুক্লদাসকে সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে সদস্য সচিব করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

সম্প্রতি সমাজের নানা স্তরে সুপরিকল্পিতভাবে যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তাতে এ সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে এ সব হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।